বাবা ও মা-কে

প্রথামত

একসময় কবিতা যা লিখেছি তার চেয়ে বেশী লিখেছি পোষ্টার। আক্ষরিক অর্থেই। কবিতা পোষ্টার নয়, কিংবা পোষ্টার কবিতা নয়, কিন্তু যখন পোষ্টার লিখেছি কবিতাও লিখেছি পাশাপাশি। বহুদিন পোষ্টার লিখি না। কবিতাও লিখতে পারছি কই?

প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির কেন্দ্রে যে মানুষ তাকে নিয়ে আমার প্রথম কবিতা অন্যজীবন। ১৯৫৫ সালে লেখা। তারপর বিশ বছর কেটে গেছে। সংকলিত কবিতাগুলি গত বিশ বছরে বিভিন্ন সময়ে পরিচয়, কালান্তর, ধ্রুপদী, দীপিতা, প্রতিবিম্ব, ডলুং, আজকাল, চক্র, ভগীরথ, সরমা, কফন, তির্য্যক, নির্ঝরিণী, সংকেত, এবং গ্রাম, রাণার, শিল্পী, দৃশ্যপট, বাংলাদেশের স্বকাল প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। খুব অগোছাল স্বভাবের জন্য সব পত্রিকাগুলি হাতের কাছে নেই। আটাত্তরের বন্যায় বহু কবিতা পাণ্ডুলিপিসহ নষ্ট হয়েছে।

বস্তুতঃ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারটি আরও বিলম্বিত হতে পারতো যদি না কাছের ও দূরের বন্ধুরা নাছোড় উদ্যোগ নিতেন। প্রচ্ছদ এঁকে, প্রুফ দেখে, এমনকি পুরানো পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে পাণ্ডুলিপি তৈরীতে। বন্ধুবর তপন কর,

সুশীল পাঁজা, কল্যাণ দেব, শ্রীকান্ত প্যল, তাপস রাজপণ্ডিত এবং অনুজপ্রতিম দেবাশিস দাস, নির্মল সামুই, বৃন্দাবন গুছাইত, শিবনাথ চক্রবর্তী, অরূপ মিদ্যা, অরবিন্দ হালদার, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাবুদ আলি, তপন মণ্ডল, সুব্রত নায়ক, তরুণ দাস প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। জনাব প্রসেনজিৎ দাসগুপ্ত এবং 'পুস্তক বিপণি'র অনুপ মাহিন্দরকে ধন্যবাদ জানালে ছোট করা হয়।

একটু বেসুরো প্রসঙ্গ, ভূমিকায় বিসদৃশ হলেও, বাধ্য হয়েই অবতারণা করতে হচ্ছে যা গ্রন্থে সংকলিত 'এবং গ্রাম' কবিতাটির সংগে সম্পর্কিত। কবিতাটি পরিচয়, পৌষ, ১৯৫৫ সংখ্যায় অন্যের নামে প্রকাশ পায়। ভদ্রলোক (?) কবিতাটি পূর্বে প্রকাশিত 'সংকেত' পত্রিকার নবম বর্ষ, পুজো স্মারক সংখ্যা, ১৯৫৫ থেকে হুবহু টুকে দিয়েছিলেন। প্রমাণাদি হাজির করার পর 'পরিচয়' পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার কার্তিক ১৯৫৫ সংখ্যায় উপযুক্ত চেতাবনী ছাপেন। কোনরকম বিভ্রান্তির অবকাশ না রাখার স্বার্থে ঘটনাটি উল্লেখ করতে হোল। ঘৃণ্য ব্যক্তিটির নাম নাইবা উচ্চারণ করলাম।

সতর্কতা সত্ত্বেও কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ এড়ানো যায় নি। যেগুলিতে নেহাৎ অর্থহানি ঘটেছে নীচে উল্লেখ করা হোল।

পৃঃ	কবিতা	চরণ	শুদ্ধ পাঠ
৩১	শিবো	দ্বিতীয়	কতো মণ দুগ্ধ
৩৬	অমিতাভ/···	সপ্তম	চরিত্র নিপাত যায়
৪১	আড়ি		
	আড়ি ভাব	দ্বিতীয়	হাতে অবেদন কলম
৪৯	দড়ি	চতুর্থ	চোখের ভুল
৫৪	গ্রামে *	পঞ্চম	ভালো লাগা আস্বাদের

সূচী

এবং গ্রাম

পল্লীগ্রাম
শুনেছিলাম
তোমারই নাম সুধা।
কি দেখলাম?
দিবসযাম
হাজার চোখে ক্ষুধা!
ভেবেছিলাম
রূপসী এক ভূধর!
কি দেখলাম?
গ্রামকে গ্রাম
কেবল ফাঁকা উদর।

এবং গ্রাম
শুনেছিলাম
তোমারই নাম সুখ।
কি দেখলাম?
—অবিশ্রাম
অস্বস্তির মুখ।
ভেবেছিলাম
এখানে বুঝি শান্তি,
কি দেখলাম?
কপালে ঘাম,
ঘামের নাম ক্লান্তি!

এবার গ্রাম
তাই দিলাম
তোমার নাম লড়াই

যে সংজ্ঞায়
পথ মাড়ায়
উত্তরের তরাই
এবার গ্রাম
গ্রামের মতো বাঁচতে
ছিনিয়ে নাও
সোনার রোদ
সূর্যমুখী কান্তে।

অন্য জীবন

এখানে ওঠে না সূর্য
ওঠে শুধু কারখানার ধোঁয়া
এখানে ফোটে না ফুল
পোড়া মাটি হতে শুধু
গন্ধ ওঠে চোঁয়া।
এখানে আকাশ নেই
যা আছে তা নিতান্ত ফ্যাকাশে
ধোপার বাড়িতে কাচা
পুরানো কাপড়ের মতো
শুধু বর্ণহীন হয়ে আসে।
কারখানার ভেঁপু বাজে
এখানে ডাকে না কোন পাখি
হয়তো কোন দূর গাঁয়ে
শ্রমিকের নিদ্রাহারা বধূ
মেলে আছে আঁখি—
কিন্তু সময় নেই,
নাইট ডিউটি দিচ্ছে ওরা

বড় কড়াকড়ি
জীবনের রাশ টেনে
ওরা কিছুদূরে হেঁটেছিলো
ছিঁড়ে গেছে দড়ি ।।

ভাবালুতার প্রেম

হয়তো গতদিনের কাব্যে
শিমুলরাঙা স্বপ্ন, নাকি প্রলাপ,
হয়তো গোলাপ ।
এবং একটি চায়ের কাপে
গোলাপী ঠোঁট চুম্বনের স্মৃতি
বিরহে রোদ পোহায়
কল্পনারা গুমরে মরে
গল্পে পড়া গুহায় ।

হয়তো আজও গোলঞ্চ ফুল
কিন্তু নীচে জীর্ণ চালা কুটীর ।
যথা নিয়ম ফুল ফুটেছে
মালতী গাছ দুটির,
সব ছাপিয়ে গন্ধ বাসী রুটির !
সর্বগ্রাসী ক্ষুধার নীচে
শূন্যগর্ভ থালায়
শিউলিপ্রেম শিউরে উঠে পালায়

হয়তো আলো নদীর জলে
অস্তমিত রবির
শকুন ওড়া ছায়ায় কালো

সমস্যাতে গভীর
জীবন আজ স্বপ্ন ভাঙে কবির

তাইতো নির্দ্বিধায়
বিনীত ভাবাল্‌তার প্রেম
তোমাকে চির বিদায় !

ফুটপাত বাসিন্দার প্রতি

যদিই বিস্তৃত হয়
চাঁদের বলয়,
ফুটপাত বাসিন্দার
বাঁচবার বীজমন্ত্র নয় ;
মেঘ যদি ঘন হয়
ক্ষুধা যদি একান্ত নির্দয়
খোলা আকাশের নীচে
খালি গায়ে
খালি পেটে
শুয়ে থাকা ভিত্তিহীন ভয় !

পৃথিবীকে লাথি মারো
তুমিও তো সূর্যের তনয় ।
অখণ্ড প্রত্যয় নিয়ে
নাও তার নিত্য পরিচয় ।
তুমিও বাঁচতে পারো,
এখানে তোমার দাবী—
কিছুমাত্র অবাঞ্ছিত নয় ।
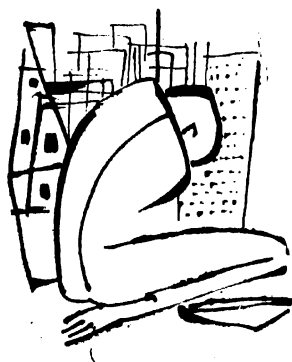
পাঁড়িতের গোত্র নেই
ফুটপাত—
রাত্রিদিন সংগ্রামী হ্যানয়—
লড়ায়ের দুই ক্ষেত্র—
সংগ্রামের দ্বিবিধ অন্বয়
তবু এক—
এখনই সময়
এখনই আঘাত হানো—
আনো
এখনো ঘুম-না-ভাঙ্গা
প্রজ্ঞার প্রলয় !

যৌবনকে নিয়ে

প্রতিটি শব্দের জন্য প্রতিবেদন
প্রতিটি বেদনার জন্য
অনির্দেশ প্রশ্নের ভূমিকা
যার নাম অস্থিরতা
—অর্থাৎ যৌবন
এবং যৌবন মানে
অনেক আলোর জন্য ভালোবাসা
সুন্দরীগাছের একটি শিকড়ের মতো।

অর্থাৎ যৌবন যদি কথা বলে,
প্রতিটি শব্দের জন্য
সমর্থন নাও চাইতে পারো,
এবং যৌবন যদি পথ চলে—

ক্ষয়িষ্ণু সময়ের বুকে

অসহিষ্ণু পদক্ষেপ !

যৌবন চেঁচিয়ে বলে

চিনতে চাই আমি অস্তিত্বকে—

এবং যৌবনের চোখে ইচ্ছার দৃঢ়তা

এবং যৌবন চায়

প্রতিটি মুহূর্তের জন্য

বিপ্লবী চেতনা

কেন না,

গতির অর্থ সংগ্রামী জীবন

কবিতা নেই

অস্থিতে যদি

নাচে বিদ্রোহ

থাক পড়ে ভাষা

ভাবনার মোহ,

কলমে কলমে

কবিতা নেই আজ কবির

লেখনীর ফলা বুলেট হয়েছে

বিপ্লবীর !
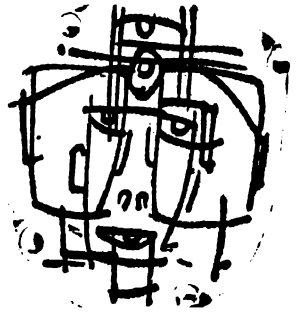
অতীতকে নিয়ে

আর কেন থাকো

ভবিষ্যৎকে

ভয় করিনাকো

হৃদয়ে হৃদয়ে
উঠেছে তুফান এক জিগীর
পর্দা সরাও যুগসঞ্চিত
অস্বস্তির !

চালিয়ে গাঁইতি
পাথরের বুকে
প্রশ্ন ফুটেছে
শ্রমিকের মুখে

আগুন আগুন
ভাগ্যটা কেন এত স্থবির
চাষীর দুচোখে প্রত্যাশা জ্বলে
কোন ছবির !

মেহনতী হাতে
গড়েছে দোস্তি
ভেঙে দিতে হবে
জবরদস্তি

জুলুম ! জুলুম
সইবে না ওরা কি অস্থির !
দুহাতে অস্ত্র দেবে না জবাব
গুস্তাকির ।

নিজেকে নিয়ে

মাঝে মাঝে
আমি খুব আশ্চর্য রকমের
গম্ভীর হয়ে যাই,
এবং সেই পরম গাম্ভীর্যের মুহূর্তে
আমি নিজেকে ভালোবাসি।
আমার চিন্তারা ফিরে আসে ;
কিছুক্ষণ আগেও তারা
অনেক অনেকদিন আগের
এক পার্বত্যগুহার অন্দরে
চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালছিল,
কিংবা
আফ্রিকার গহন অরণ্যে
গুনছিলো বাইসনের হাড়,
কিছুক্ষণ পরেই তার
মঙ্গলগ্রহে মানসযাত্রা—
তবু
ও বাড়ীর
ছাদের আলসের ফাঁকে
এইমাত্র যেইসব অলস কল্পনা
ঘুড়ির মতো আটকে ছিলো
তাদেরও টেনে এনে
আমার চিন্তারা সংহত হয়।
আমার আঙুলগুলো
আমার ঠোঁটের উপর
চলাফেরা করে
আমার আঙুল চুষে
আমার সত্তাকে
চুম্বন করি
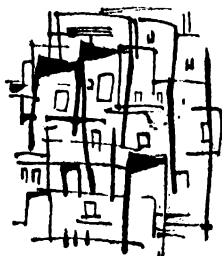
—মাঝে মাঝে
যখন আমি আশ্চর্য রকমের
গম্ভীর হয়ে যাই।
গাম্ভীর্য যখন খসে যায়
চাপল্যেরা অনির্দিষ্ট প্রেরণায়
ফিরে আসে।
আমার আঙুলগুলো
ঠোঁট হতে নেমে আসে
আমি হাত বোলাই
আমার আশেপাশের
জিনিসগুলোয়
বস্তুর যদি কোন সত্তা থাকে
তবে তখন আমি
বস্তুসত্তা আর ব্যক্তিসত্তার
প্রভেদ খুঁজি
কিংবা
বস্তুসত্তায়
আমার আস্বাদকরা
ব্যক্তিসত্তার
ছাপ আঁকতে চাই।
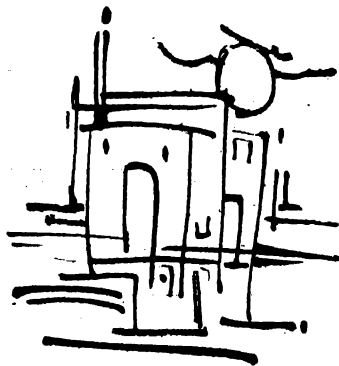
জীবন যদি

পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দিলাম
যখন পোড়ে পেট
ক্ষুধায় বিনা শর্তে
অনুভূতিকে কেন্দ্রে রেখে
জীবন যদি চরকি

তেষ্টাফাটা প্রতিটা হাড়ে
যখন নাচে সড়াক !

তখন বিলাস করতে
সাপের মুখ
ব্যাঙের মুখ
দুমুখে চুমু চেয়ে
কি করে প্রাণ বাঁচাই ?
প্রিয়ার মুখ
ক্ষুধার মুখ
দুমুখে চুমু খেয়ে
কোথায় আঁচাই ?

পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দিলাম
যখন পোড়ে পেট
খাবার থালা ফরসা !
অনুভূতিকে সরিয়ে রেখে
জীবন যদি চরকি—
কলমে কিছু বিলাস করার
মিলবে অবসর কি ?

তবুও নেই ভরসা
সব সময়ে
সাবান স্নো-এ
চুলের কাঁটা রিবন
এটা কি প্রেম যাচাই ?
কেবল ক্ষয়ে
চলেছি বয়ে
কেমন ধারা জীবন

পাই না—যা চাই ॥

দুহাতে দিন

এক নিমেষ
রাত্রি শেষ   তারারা নেই
তোমার মুখ   কি উৎসুক
আগ্রহেই
            জ্বলেছে যেই !
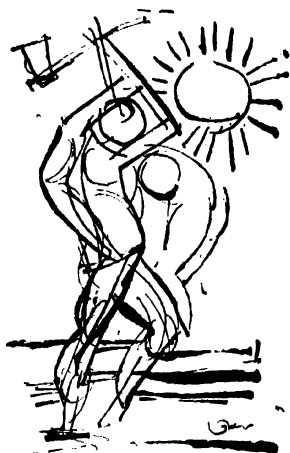
যে চেতনার
অন্ধকার   পাষাণ ভার
বুকের 'পর   কি দুর্মর
সব সাবাড় !
            রাত কাবার ।

দুহাতে দিন
নাও নবীন   পালাবদল
অকস্মাৎ   বিগত রাত
—কি সোরগোল,
            কি কলরোল !

দুচোখে বীর
বিপ্লবীর   জ্বালো আগুন
কুহেলী রাত   মুর্দাবাদ
নিষ্করুণ।

ছায়াকে নিয়ে

মেঘের ছায়ায় যদি
বৈকালীন আলোর সংলাপে
গাছের ছায়ার কোন
স্বতন্ত্র বক্তব্য থাকে,
অবশ চিন্তার কোলে
অবসন্ন স্বপ্নের জিজ্ঞাসা।
একটি ক্ষুধার্ত তৃষ্ণা
একটি তৃষ্ণার্ত মনে
ভরা দিঘীটির বুকে
নতশাখ বৃক্ষটির মতো
আমি খুঁজি মৌনতার ভাষা।

দৃষ্টির সীমায় যদি
সুরারোপী সৃষ্টির চেতনা
না শোনা গানের মতো
এক টুকরো বাসনায় কাঁপে,
বাস্তব বিচ্ছিন্ন পথে
সেইটুকু শীর্ণ অবসরে
অনির্দিষ্ট আর্তি শুনি
কান পেতে ইচ্ছার বিবরে।

বটের কোটরে ছায়া
একটি পুষ্পের ছায়া
হতে চায় যদি,
গহীন বনের ছায়া
ঝরে যদি
ইচ্ছার আঁচড়ে

লেখনীতে মূর্ত হয়
একে একে চিন্তার ফসিল
চিন্তার ফসিল ছুঁয়ে
একে একে ছায়াগুলি ওড়ে।

প্রতিকল্প / প্রতীকি কল্পনা

গাছতলার ছায়া পেলে
কল্পনা অলস হোত,
কিংবা মেলেনি তার
বহুকাল নদীর কিনারা—
দুপুরের রোদে যদি
রূপালী পারদ ঝরে
শূন্যতার যতি যদি ঘন হয়,
চিন্তারা ভীষণ ঋজু।

একান্ত সংলাপ
যদি মৌন হয়
দেওয়ালের অন্তরীণ ছাদ হতে
ছায়া ঝরে যদি
যতোই ঝরুক
রোদে ভাজা প্রকৃতিটা
তখন একক সত্য।
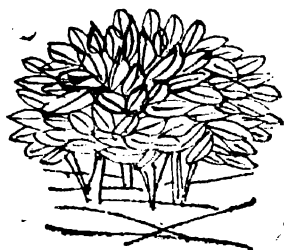
শমীবৃক্ষের ডালে
অর্জুন বাঁধেনি অস্ত্র
আর কখনো কি,
অথবা অর্জুন নেই—
কালান্তরে মুখর শূন্যতা।

ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে
শ্মশানের মজাপুকুরের বুকে
বটগাছের ছায়া নামে।
দাবার ছকের মতো
সাজানো চিতার কাঠে
আগুন নেভে নি,
দ্রষ্টা—গাছের উপর হতে
মামা শকুনি।

আমি জানি

আমি জানি
কেউ কেউ
ভীষণ গা নাড়তে ভয় পায়,
মরে যাওয়া লাউয়ের মাচায়
কাক তাড়ুয়ার চোখে
নিজেদের
অতীতকে বাঁচায়।
আমি জানি
কেউ কেউ
নিজেদের জীর্ণ পশ্চাতের
জের টানতে ভালোবাসে,
আশেপাশে
মনগড়া স্বস্তির খাঁচায়
টিঁকে থাকতে চায়।

এরা কেউ কেউ টেঁকে
কিন্তু বন্ধু, বাঁচে কক্ষনো না।

কারণ, বাঁচার অর্থ
সবসময়
পরবর্তী মুহূর্তটি গোনা
এবং মুহূর্তের সংগে উত্তরণ

ওদের জীবনে

ওদের জীবনে গ্রীষ্ম,—
গ্রীষ্ম মানে মাঠ চষতে হবে—
অর্থাৎ বিশ্রাম নেই!
ওদের জীবনে বর্ষা,—
বর্ষা ছাড়া ধান রুইবে কবে?
অর্থাৎ বিশ্রাম নেই
শরৎ হেমন্ত মানে
ওদের জীবনে
শুধু প্রতীক্ষার ঋতু,
অর্থাৎ নিদ্রাও নেই।
ওদের জীবনে শীত
—মাঘের ফসল কাটলে
মালিকের গোলা—
অর্থাৎ কিষাণবধূর মনে
শালুক ফুলের গন্ধে
লালপেড়ে শাড়ীর প্রত্যাশা অসম্পূর্ণ।

একই ট্র্যাজেডীর আবর্তনে
তারপর বসন্ত নামে
চোখের কালির নীচে
ওদের জীবনে।

ওদের বসন্ত মানে
আগামী বৎসরের জন্যে
আর একবার আশা,
কিষাণীর চোখ জুড়ে
লাল শাঁখা, শাড়ীর প্রত্যাশা
আর একবার ভেসে ওঠে।

দেশে দেশে
বিপ্লব ঘটেছে বন্ধু,
মেহনতী মানুষেরা
অর্জন করেছে স্বাধীনতা—
—একদিন খবর এল,
শুনে ওর
ফুলে উঠল পেশী—
অর্থাৎ পেশীর ভাঁজে
প্রতিরোধ!

ওদের বসন্ত মানে
তাই আজ ক্ষিপ্ত খড়িবাড়ী,
হাজার কণ্ঠের দাবী
অনেক বসন্ত চাই
আর চাই লালপেড়ে শাড়ী।

তোমার জন্য

তোমার জন্য
আগামী কাল
এনেছি বন্ধু
ভালোবাসার
আলো, আশার
এ উপহার

বিগত দিন
স্মৃতিমলিন আজকে তার
অবসাদের কালো বরাত
মুছে ফেলুক তোমার হাত
ছড়িয়ে দিক নবযুগের
ইস্তাহার

তোমার জন্য
আগামী কাল শাসনহীন
কেঁদে বেড়াক সংস্কারের
অন্তরীণ

ভীত পথিক
পুরাণো দিনের যতো শরিক
চোখ রাঙাক, মতান্তরের
বাড়ে ফারাক বাড়ে বাড়ুক
ক্ষতি তো নেই
যাত্রা অপ্রতিরোধ্য তার দিকে দিকেই

নতুন দুনিয়া
ইশারা দেয় পথ চলার
সময় নেই নেই সময়
কথা বলার

রূপ দেবে তারা
যে ঘোষণার মুক্তি চাই
পরাণে তার দুর্নিবার
শক্তি তাই

জ্বালে আগুন
মাথায় তার চেপেছে খুন
হানে আঘাত প্রাচীনতার
মিনারটাই
ভূমিস্মাৎ।

সংকেতী চিন্তার বৃত্তে

আজকের ছেলেরা
কেউ আকাশ দেখে না
কিন্তু দেখ
প্রতিদিন নিয়মমত
একটু আকাশ দেখা ভাল
সি. আই. টি পার্কের পাশে
কুয়াশার সাথে
লড়াই করা আলোয়
কোনরকমে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধের
অনুযোগ শুনছিলাম
অভিযোগ তার
সমাজের সর্বস্তরের বিপর্যয়ে,
সবই যেন
আকাশ না দেখার ফলশ্রুতি।
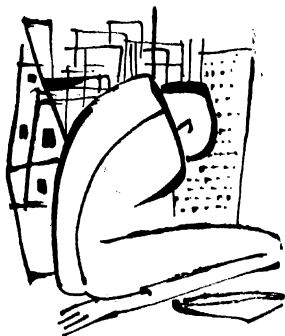
আমি শুনছিলাম
আর গুনছিলাম
বৃদ্ধের সকুঞ্চিত কপালের বলিরেখা
আর তারই অনুকরণে
ভাঁজ পড়ছিল
আমার চোখে, মুখে, কপালে
বৃদ্ধ আবার বললেন—
'আমার সামর্থ্যের দিনে
আকাশ দেখিনি আমিও
এখন মৃত্যুর দ্বারে
ছানি পড়ে যাওয়া চোখে
আলোর প্রত্যাশা।

নিরন্তর চিন্তা দিয়ে
শুনলাম
বৃদ্ধের চাপাস্বরের স্বগতোক্তি
মৃত্যুর প্রাক মুহূর্ত ছাড়া
কেউ আকাশ দেখে না,
কিংবা দেখে
কিন্তু তার তুলে ধরা দৃষ্টির দিনে
সে আকাশে সূর্য থাকে না !

সূর্য গ্রহণের দিনে—
আমার সপ্রশ্ন মুখে
বৃদ্ধ তার সরলতম
ব্যাখ্যা করে দিলেন ।

বন্ধু বললো

নিজেকে দুটুকরো করে ভালোবাসা ।
নিজেকেই ।

নিজেকে চোখের সামনে
বহুবার চুম্বন করেছি
এ ধারে রয়েছি আমি
ওধারে বিভক্ত সত্তা
দুচোখে আমার !
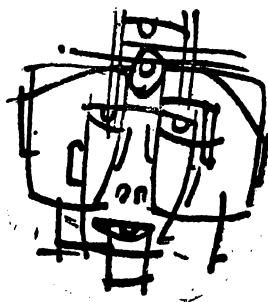
বন্ধু বললো, ওধারে তো তুমি নও
ওধারে পৃথিবী

আমি দেখছি, আমার দুচোখে আমি
আরও গাঢ় চুম্বন করলাম!
বন্ধু বললো, ওধারে তো তুমি নও
ওধারে মানুষ
আমি দেখছি আমাকে,
আমাকে।
দুচোখের আমি শুধু ছিঁড়ে ফেলো
চেয়ে দ্যাখো
প্রস্তুতিতে সব,
কিষাণ, মজদুর আর—
বন্ধু বললো,
এবারে বিপ্লব!

ছায়াকে বিদীর্ণ করে

ছায়াকে বিদীর্ণ করে
তোমাকে ত প্রত্যুষ দিলাম,
মেঘ, সূর্য প্রকৃতির
ইতস্তত ছড়ানো স্মৃতির
মানচিত্রে
বর্ণালী সকাল-

ছায়াকে বিকীর্ণ করে
তোমাকে ত গোধূলি দিলাম
তখনও দিগন্ত লাল,
কিন্তু একটি বিবর্ণ গোধূলি,

বর্ণালী প্রত্যূষ হ'তে
বিবর্ণ গোধূলি
তোমাকে ত জাগৃতি দিলাম
বিবর্ণ গোধূলি হতে
বর্ণালী প্রত্যূষ
তোমাকে ত দিয়েছি বিশ্রামও
যেখানে বিশ্রাম মানে
শুধুমাত্র প্রস্তুতির নাম
একটি বিপ্লবের জন্য
কারণ বিপ্লবই হল
জাগৃতির অর্থবহ,

ছায়াকে বিদীর্ণ করে
তোমাকে ত প্রত্যূষ দিলাম
ছায়াকে বিকীর্ণ করে
দিয়েছি তো বিবর্ণ গোধূলি।

প্রেম

প্রেম কার চোখে বা ঘনালে
তুলনা পাই না ঠিক
শুধু ওষ্ঠে খুঁটিনাটির মিল
মোরগফুলে বাটিক
যদি সাড়া না দিই
আহারে!
মেরুর মতো শীতল বুক
অমনি মরু-সাহারা।

প্রেম ঘনালে চোখ শিকারী কার
কাকে শিকার ? একা নেই ।
কাকে ও চোখ দেখানো ?
কখন বা ?
চারপাশে হাড় হাভাতের
হাপিত্যেশ তাকানো ?
ওরা ফ্যানের লোভে ভিখারী ।

স্বদেশ

পায়ের নীচের পোড়া মাটি তার
যতদূর দৃষ্টি যায় অনির্বাণ চিতার শ্মশান ।
মহানিম গাছের আড়ালে চাঁদ ক্লিষ্ট হাসে
আর তার চেতনায় ধূ ধূ মাঠ
রাতের প্রলিপ্ত অবসাদ
আর শ্মশানের শান্তি, শুধু দিনযাপনের দিন
এখন আঙুল চোষা ছাড়া তার কোন কাজ নেই !

পুলিশ বিশ্রামে গেছে
সেনারাও ফিরেছে ব্যারাকে
বেলেল্লাবাজিতে গেছে মস্তানেরা
উপেক্ষায় ফেলে গেছে তাকে ।
অথবা দেখেনি তাকে তারা কেউ
সে আড়ালে থেকে শুধু সব দেখেছিলো
মিছিলে নামে নি, শুধু বাঁধ ভাঙা জোয়ারের
প্রত্যাশায় সমর্পিত ছিলো ।

এখন আঙুল চোষা ছাড়া তার কোন কাজ নেই ?
পায়ের নীচের পোড়া মাটি তার
যতদূর দৃষ্টি যায় অনির্বাণ চিতার শ্মশান।
সে একা রয়েছে বসে তবু এই সুনসান প্রান্তরে
মন্ত্রীরা সফরে গেছে, সকলেই
সকালে স্মর্তব্য কিছু বচনের ভারতপুরুষ
মানুষ দপ্তরে গেছে

মহিলারা করুণ বুনছেন—

হায় স্বদেশ আমার।

তার বুকে জ্বলছে তুষের আগুন
একটি স্ফুলিঙ্গ যদি, যদি ফের…

শিবো

শিবো আর কবে ঘুম ভাঙবে ?
দিবো আর মতো মন দুগ্ধ,
এবং বেলপাতাড়ি তুষ্টি ?

আমার গাই গরুটি রুগ্ন
তার নিংড়ানো বাঁট শুকনো
আমার বলদজোড়া শীর্ণ
এবং শুকনো মেঘে খুঁজছি
বুঝি সাত দরিয়ার পুষ্টি।
শিবো আর কবে ঘুম ভাঙবে ?

শিবো আর কবে ঘুম ভাঙবে ?
দিবো আর কতো নৈবেদ্য ?
দেখো শিকের হাঁড়ি শূন্য।

আমি চাষীর ঘরে জাতক
তাই জন্মলগ্নে খাতক
দেনা সুদ আসলে বাড়ছে
এবং শূন্য গোলা মরাই জুড়ে
পায়রা মনঃক্ষুন্ন !
শিবো আর কবে ঘুম ভাঙবে ?

শিবো আর কবে ঘুম ভাঙবে ?
এখন ফুলবাতাসাও আক্রা
আমার বুকের মধ্যে কান্না !

দুধের মধ্যে জল শিবো হে
ধানের মধ্যে আঁকড়া,
চাল মেলে যা কাঁকরা !

বাদুড়

তেল টিম টিম কুপির আলোয়
গা ছমছম গাঁ
এখন তেলও মেলে না ।
রাত গহীনের ভেংচি কাটে
সাত সন্ধ্যের হাঁ ।

পথ মানে তো
আল ডিঙানো, খালপাড়ি রাস্তা
হাজার খানা খন্দ টানা
ডানকুনি আর বাঁ—
বাছা কদম কদম পা
একটু সাবধানেতে যা

নক্ষত্রের রোদের আলোয়
পা মচকাস না।

কেমন করে বেঁচে রয়েছ
আশু কাঁড়ারের মা ?
হাট বাজারে আগুন দিয়ে
মারছে কারা দাঁ' ?
শুকিয়ে কেন যাচ্ছে তোমার
জোয়ান জোয়ান ছা ?
ফি বছরই বন্যা খরায়
স্বরাট অজন্মা
জোত জমা হাল বলদ বেচে
চাষীর বুকে ঘা।
কারখানাতে সস্তা দরে
বেচছে গতর, গা।
তবুও নাকি ভাত জোটে না
নুন ফুরোলে চোখের লোনা
হায়রে সোনা, চাঁদের কোণা
তাও ফোটে না রা !

যাদের ট্যানা জোটেনা লজ্জা ঢাকার
বুক পাঁজরে আদুড়
তাদের কান ফিসফাস মন্ত্র পড়ায়
আটচালাতে মাদুর
নাকি সারজলেতে নির্জলা সেই
সমাজতন্ত্র না দূর
হাসে শালখুঁটিদের শক্ত ঘাড়ে
বিজুলিতারে বাদুড়।

জানি না

জানি না
কেমন করে সুকঠিন প্রত্যয়ের
সটান আত্মাও নুয়ে যায়
যেমন জানি না
কেন মজে যায়
আশাবরী জোয়ার ভাঁটার
কোন উদ্দাম নদীও
ক্ষয়িষ্ণু পাড়ের কোন
হতাশার খালের কংকালে
শুধু হিংসার ধারালো দাঁতে
শান দেয় যে সমস্ত
অরণ্যশ্বাপদ
আশ্চর্য, তাদেরও চোখে ভয়তরাস-
অথচ কেন যে !

পরম যত্নের হাত বদলে যায় অম্লান বদনে
দুর্বার প্রেমের বুক অবিশ্বাসী—
ধারণায় সপ্রমাণ নগণ্য বটের ফল
কি বিশাল বৃক্ষের আশ্রয় হ'তে
সেও ঝরে যায়,
কি উদার ব্যাপ্তির আকাশে কতো ভালোবাসা
কোন দুঃখে মরে যায় তারা !

পুলিশের সঙ্গে লড়ে

পুলিশের সঙ্গে পড়ে
তুমি মারা গেছো অমিতাভ
এই কথা শুনে
দুদিন হয়নি ঘুম, দুদিন ছিলো না ঘুম চোখে
প্রতিক্রিয়ার ছুরি ভিজে গেছে
শান্তি আর পলাশের খুনে
এই কথা শুনে
দুদিন হয়নি ঘুম, দুদিন ছিলো না চোখে ঘুম।

অথচ কমরেড, বলো
তুমি প্রতিশ্রুত ছিলে না কি
আমৃত্যু সংগ্রামমন্যতায়
যখন বুকের মধ্যে তীব্র, নগ্ন ক্রোধের প্রত্যয়
প্রয়োজন
তুমি মগ্ন বিষণ্ন কাতর
সাময়িক শোকাচ্ছন্নতায়!
পুলিশের সঙ্গে লড়ে
তুমি মারা গেছো অমিতাভ
আমি দিব্যি হেসে খেলে
এখানে রয়েছি, পলাতক।
কারণ বুকের মধ্যে কমে যাচ্ছে
ক্রমেই সাহস
প্রতিশ্রুতির সেই দায়বন্ধ বিপ্লবী আঙুলে
দিব্যি কলম ঠেলে মাইনে পাচ্ছি—বিশ্বাসঘাতক!
নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যদিও বাঁচার নাম
কচ্ছপের ভীরু ইতরতা
অধুনা তেমন করে বেঁচে আছি
—চরিত্রে পাতক।

অমিতাভ / আনবাড়ি সড়কে

[সত্তরের দশকে শহীদ অমিতাভ বসুকে মনে রেখে]

রাস্তার মাঝখান দিয়ে তুমি সম্রাটের মতো হেঁটে যাবে
যুবতী নারীর চোখে চিকচিক করে উঠবে লোভ, ইচ্ছে
বৃদ্ধাদের চোখে ঝরবে স্নেহ—এইরকম ভেবে রেখে
অনিবার্য বিশ্বাসের অমল স্বভাবে আশৈশব
তবে কেন, তবু কেন অমিতাভ অনায়াসে সাবলীল
আনবাড়ি সড়কে হেঁটে গেলে ?

চরিত্র নিপাত যায় ছুঁয়ে দিলে নষ্টা রমণীর কুলটা শরীর
আর চটুল অসতী কবে পুষ্পিত করেছে বলো অশোকের দেহ
তবে কেন, তবু কেন এইসব বেদসিদ্ধ প্রমাণ ও প্রতীতির
অপ্রশেনয় আশ্রয়ের খিল খুলে ফেলে, অমিতাভ
নেমে এলে সূর্যের আগুন চুমু আদরে সোহাগে
পাঁচ গলে ঘেমে গেলে দুপুরের অম্লান রাস্তায় !

তুমি তো মৃত্যুর জন্য চাওনি আড়াল কোন হিমানীশ
তামসী রাত্রিকে
এখন মাঝপথে শুয়ে হিরণ্ময় রোদের গভীরে অমিতাভ
ঐ তোমার অনিকেত শুচিতার রক্তহীন সচ্চরিত্র লাশ।
জানালার অন্তরালে কখনো নামেনি পথে হলুদ কার্নিশে বুক
ম্লানমুখ যেসব যুবতী শবরী প্রতীক্ষ ছিলো, এখন যদিও তারা
বেদনায় নীল হয়ে গেছে
তবে কেন, তবু কেন শোক না উৎসব ভেবে থমকে আছে
সম্ভাব্য মিছিল।

অমিতাভ এই মুহূর্তে বেসামাল এই তোমার মৃত্যুর নজীরে
মানুষ ও মানুষীর সংগের আতংকে যারা অনাসক্তি শিখছিলো
একমাত্র একান্তই ব্যক্তিগত স্পন্দন তার সাধের নিষ্ঠায়

পৃথিবীর সেইসব যুবক ও যুবতীও প্রথাসিদ্ধ অমলিন
পবিত্র নিঃশ্বাসে বীতরাগ—জান দিচ্ছে উজাড় উজাড়।
আনবাড়ি সড়কে হেঁটে কি করে অর্জন করলে অমিতাভ
এমন পৌরুষ
কি করে হৃদয় দিলে কুসুমসংকাশ ঐ অনাবিল অনঙ্গকন্যাকে ?

টিংকু

জন্ম হ'তে মানুষের পা পড়ে নি
অতএব আজন্ম কুমার
কোন পর্বতের চূড়ায় গম্ভীর
আর তপশ্চেতনার যে নির্জন সন্ধ্যা নামে
তারও চেয়ে শান্ত হ'তে চেয়ে
কেন সরণে মন্দন ?
এখন যেখানে উপনীত
—এতো উদ্বেল সাগর।

এই উদ্বেল সাগরে আহা
স্নান করে
সমুদ্র মাছের সাথে মাছ হয়ে
সমুদ্র ঢেউ-এর সাথে ঢেউ হয়ে
মোহনার নদী
—টিংকু, জলদেবী।

সমুদ্র উত্তাল হয়
এবং উত্তাল হয় টিংকুর পনের বছর
মোহনার রোদ ছুঁয়ে পাখি ওড়ে
সমুদ্র কল্লোলে

কার আর্তস্বর মিশে যায় ?
টিংকু না কি !
—হায় ! এই সমুদ্রের এত নুন,
ঝিনুক টিনুক
আমি হাঙর দেখি নি ।

আহা রে টিংকুর দুঃখ !
আজও এতো দিন তুমি দেখো নি হাঙর !
অথচ এখানে ঢেউ,
মানুষের মতো ঢেউ, মানুষের ঢেউ

এখন আলোচ্য নয়
সাপ কিংবা শয়তানের
সাক্ষাতের কথা
শুধু খুলে বলো দেখি
ভালোবাসো নাকি কোন
বুকের, মনের কোন একান্ত মানুষ ।
এইসব নানা প্রশ্নে
হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে নির্জন
এবং নিঃসঙ্গ কোন বোধি
দীর্ণ আর দ্বিধাদ্বিত হয় ।
এখনো অনেক পথ
হেঁটে যেতে হবে
এখনো তো অনেক সময় বাঁচতে হবে
হয়তো কোন বুকে যক্ষ্মা বৃক্ষের মতোন ।
জেনে নিলে ভালো হ'ত
কোন শক্তি অমোঘ শক্তির মতো
ইচ্ছাকে দু টুকরো করে ক্রিয়াশীল
কিছু হ'তে চেয়ে হই অন্য কিছু

কিছু বলতে চেয়ে—
বলি অন্য কিছু
হায় বহতা সময় !

সামনে অনেক পথ
টিংকু আমরা কি বন্ধু হ'তে পারি,
আমরা তো বন্ধু হ'তে পারি ?
কিংবা তুমি যদি চাও
লবণ লবণ গায়ে
হতে পারি আমিও হাঙর ।

ক্রন্দন

রাত্রির শৈশব হতে
কান্না এসে হানা দেয় নিদ্রার গভীরে
নৈঃশব্দ্যে মুখর হয় রজনীর অবিরাম
শবের সমাধি ।
সমাধির গাঢ় ঘুম ফিকে হয়
সেই কলরবে
সচকিত হয়ে ওঠে মগ্নমন চৈতন্য ইত্যাদি
প্রত্যয়ে নতুন হয় আরক্তিম প্রত্যূষে সবিতা ।

আজকাল শব্দ পাই না ইচ্ছামত চিন্তার আদলে
সম্প্রতি আবেগে নেই শিহরণ আগের মতন
উচ্ছ্বল হওয়ার জন্য বয়সের
আবশ্যিক মানদণ্ডে মাপজোক লাগে

জীবনের পলি বুকে খরস্রোতা নদীও স্তিমিত
ব্যাপ্ত অববাহিকায়
মোহনার অভিজ্ঞ মনন
দুতীরে ধ্বনিত মৃত্যু—
শ্মশানের অনির্বাণ চিতা।
অনেক ধৈর্যের পথ পার হয়ে
শব্দ আসে প্রতীক্ষার সতৃষ্ণ কলমে
সমর্পণের মতো ধরা দেয় উগ্র কিন্তু অবিচল
নিষ্ঠুর মুঠোয়।
নিষ্ঠুর—যদিও তার আসঙ্গসুখের জন্য
অমেয় বেদনা
এবার আত্মস্থ হবে প্রেমে সাবলীল উপক্রমে।

কিছু ব্যথা পেতে হবে শব্দ তোকে
আঁচড়ে মোচড়ে
কিছু তো যন্ত্রণা দেব।
আর সেই যন্ত্রণায় অনিবার্য আঁখির অশ্রুতে
কিছুতে টিঁকবে না তোর
বেদনায় ক্লিষ্ট তবু
বিনীত হাসির প্রতারণা।
শব্দ তোর কান্না পাবে
সহমর্মী করুণ কলমে
শব্দ তোর কান্না হতে জন্ম নেবে
একেকটি কবিতা।

আড়ি আড়ি ভাব

খালি জঠরেও কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা
হাতে আবেদন কলম। কালি ভরিনি তো
কবিতা লিখবো দুঃখহরণ মলমে।
আহা বিলকুল শুকনো ফুলের দিলের খুন।

বড়ো যে দরদ! মরা গোলাপের
শোকে মাতাল
হায় মুখচুন এদিকে শুকনো হাড়ে ফুটোর
বাঁশী ফুঁকলেই বাতাসে ইমন কান কুটোয়
জানি ঝিমোয় অগুনবাহারে
চোখের নালিশ
অথচ ক্লান্ত অলস মধ্যবিত্ত বালিশে।
তবু স্বপ্নের বোনা বাঁধুনি কৈ
ঘুমছুট চোখে মজুরের,
হাড়হাভাতের কাঁদুনি বৈ জেগে উঠছে কি?
নেশার খোঁয়াড়ী কবিতার চাটে! মজা লুটছো কে?

নীতিকথা বাওয়া শোনাও কাকে?
এখনো গরিবী। আছে নাকি। আরে ছিছি।
এখনো গরিবী। আভি হাটাও।
আড়ি করে দেব নইলে যাও॥

একটি গদ্যধর্মী মৃত্যুর ক্লিষ্ট পদ্যানুবাদ

(স্থান কোলাঘাট। ঘটনা—পথে অনাবৃত এক ভিখারীর মৃত্যু)

সেই সকাল থেকে শ্বাস টেনে
লাস বনতে উতোর সন্ধ্যে
তোর আ মরি আক্কেল !
যখন যম হানাদার জানলুটেরা
এমনি টানা লড়াই বাপু
কোন তাগদে করলি রে ?
তোর তেস্টাফাটা পেটের চড়ায়
ক্ষিধের মুখ শুকনো তবু
চামড়াছালি হাড়পাঁজরে
মজুত কোন দম্ভ বা—
তাই বেঁচে থাকাটাই ভেলকী ছিল !
—ব্যঙ্গ করলি !—

শেষ নিশ্বাস ফুঁকতে বেলা
কাবার কিনা নৈলে !
আগুলিয়ে সম্ভাব্য খাবার
কাক শকুন আর মাছি। আহা
জীবচুকচুক শব্দ দিতাম
চোখ কানা, কান বধির আমার
হরবখত এই মৃত্যু দেখে
নেহাৎ যদি না হোত।
—ব্যঙ্গ করলি ? কাকে ? কেন ?
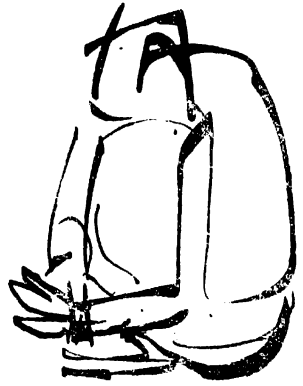
তাই চোখ টাটাবে মিথ্যে আশা
বাতাচিতে বুক চিতল বলেই
গতমোতাবেক ধুলির কোলে

দায়খালাসের শাস্তি। কখন
ফুসফুসে এই ধুকপুকুনিশ্রাব্য জীবন
সামলে এসব ভাবব ? সময় পাচ্ছিটা কৈ ?
লজ্জা তোকে মানায় নি। সে
অঙ্গে ট্যানা নেই যেহেতু।
অন্য বা কোন মরণ রে
পথ ছাড়া নির্দিষ্ট ছিল
তোর নসীবে দৈবে ? তা
শোন বটে হ্যাঁ। কিন্তু নিদেন
অপুষ্টিতেই মরলি তো ?
অনাহারের মরণ বাপু সংবিধানে সিদ্ধ না,
বাড়তি ল্যাঠা সইব না।—এ্যাঁ!
কিসে মরেছিস ? সেকী !
হেসে মরেছিস ?
মরে করেছিস ব্যঙ্গ……সংবিধানকেই !
মানকে ! তোর স্পর্ধা বটে !!

এই তোমাকেই

১

এখন চোখের নীচেই কালি
শুকনো গতর—
শরীরটরীর ঝুলে গিয়েছে।
এই তোমাকে ভালোবাসতাম।
এই তোমাকেই।
স্বপ্নে একটা মুখের স্মৃতি
মুখ অথবা চাঁদের ফালি
সেই তুমি এই !

২

চাইব চাইব করেও তোমায়
চাইনি বলেই পাইনি কিনা
ঠিক জানি না—
আমি না হয় মুখ খুলিনি
তোমার মুখে সেলাই ছিলো ?

৩

যা হবার তা হয়েই গেছে
এখন তুমি পরের ঘরে
সুখ অথবা দুঃখে আছো।
কে জানে তা আমার হলেই
মুখের পালিশ থাকতো কি না-
যা হবার তা হয়েই গেছে

এবং বাপের নাম ডোবেনি।

৪

ডুবে ডুবে জল খেলে যে
শিবের বাবা টের পায় না
তাও যদিচ সবাই জানে

৫

কিন্তু সেদিন তোমার চোখে
রাগ অথবা চোস্ত ঘৃণা
ঝলসে উঠলে শান্তি পেতাম—
আমায় তুমি তাও দিলে না !
আমি না হয় মুখ খুলিনি
তুমিও তো ঠিক সবই জানতে।

৬

আস্তে আস্তে
রাগ বা ঘৃণা জুড়িয়ে যাচ্ছে।
মানেই তুমি ফুরিয়ে যাচ্ছো—
কানের কাছে ফিসফিসিয়ে
কে বলে
　　　　আর চমকে উঠি।
'না'—বলে মুখ খুলতে গেলেই
সুখ সোয়াস্তি, শক্ত মুঠির
মধ্যে টুঁটি—
　　　　স্বর ফোটে না।

মাছের চোখেও

মাঝে মাঝে
মালাবার দ্বীপপুঞ্জ,
মাঝে মাঝে　　বিমনা কবির
　　বিগত শৈশব আর
　　মাঝে মাঝে কৈশোরের তীর
　　মাঝে মাঝে
　　　　স্মৃতির আলোয়,
　　　　বন্ধুদের ভীড়—
　　মজাপুকুরের বুকে
　　বাসা বাঁধা জমাট স্বস্তির
　　দীর্ঘশ্বাস
　　　　মাঝে মাঝে
　　　　ভালোবাসা
সেতুটির আলিঙ্গনে
চঞ্চল নদীর।

মাঝে মাঝে
মানুষের দৃষ্টি
আর,　　মাঝে মাঝে
মাছের চোখেও
পৃথিবীকে দেখতে হয়,
এখানে অনেক কিছু
সাদা চোখে
সামান্য চেহারা
যার উল্টোটাই সত্য—
প্রতিপাদ্য মাছের দৃষ্টির
এবং　　মাছেরা জানে
ছলনা বঁড়শীর।

মাঝে মাঝে
চশমার আড়ালে
পক্ককেশ অভিজ্ঞতা,
মাঝে মাঝে
নিছক আবেগ
চঞ্চল বোধির—
মাঝে মাঝে
মাছের দৃষ্টির
তাই প্রয়োজন হয়
কেন না
সময়
বন্দী নয়
এমন কি সাকীর
সরাবের পাত্র ছুঁয়ে
এবং ফেনায়　　কিছু
বুদ্বুদ অধীর।

দড়ি

পথ হাঁটে কে ?
খালি পা ।
খোঁড়াস কেন ?
পায়ে ঘা ।
ওষুধ বিষুধ খাস না ?
পাব কোথাকে ? —পাড়া গাঁ ।
যাস কোথা ?
শহরে ।
গাঙে যানা,
—পায়ে কষ্ট ।
বুকে হাঁট না
সাঁতার কাট না ।
গাঙে পানি কৈ—বহরে
খাল বনেছে ডহরে
পলি জমছে সাধে,
ড্যাম ফেঁদেছে
নদী বেঁধেছে
জল ধরেছে ফাঁদে ।

শহর শহর
মস্ত শহর
থাকবি কোথা ?
—ফুটে ।
কাজ কাম কি
ঠিক করেছিস ?
—না জুটলে
ভিখ মাঙবো
গাঁয়ে থাকলে

তাও মেলে নি
হাজার মাথা কুটে।
ভিখ মেলে নি
কারণ তো
ঘর ঘরকে বাড়ন্ত।
দহে পানি নেই
গায়ে কানি নেই
বাবু গো
পেটে দানা নেই
জন খাটি গো
গতর পুঁজি মজুর।
শামুক, গেঁড়ি
শালুক খেলুম
কুটোনে কচু—আছি
উপোস দিলে
দাঁতে খিল দি'
আধ পেটা খাই
পেটে কিল দি'
এমন করে বাঁচা যায় গো
কেমন করে বাঁচি ?

শহর শহর
কসাইখানা
খুন দিচ্ছে গাঁ
মাস নেবে তোর
খুন নেবে তোর
জানে মারবে না।
যারে খোদার
দুম্বা খাসী
বেঁচে থাকগে যা।

ফুল ফুল
জলের ফুল
ফুল কৈরে
চোখের ফুল
জল কৈরে—ডাঙা
পথ পথ
গাঁয়ের পথ
চোখে দেখিস না ?

পথ পথ
গাঁয়ের পথ
ভয়াল পথ
ময়াল সাপ
সাপ কৈরে দড়ি।
দড়ি কেন রে ?
—গলায় দড়ি
গাছে ঝুলিস না।

চুয়াত্তরের ছড়া

কত খাটছ সব বুঝি গো
নিমকহারাম নই
কপাল ফাটা বলেই কি না
দুঃখে মজে রই,
যে যার ভাগ্য নিজে বইছি
তুমি করবে কি ?
বলেন তো নিভ্‌ভরসা দুটো
খোলসা কথা কই।

আ গো, মনিবানি গো, মা
সমস্ত বাছবিচের খতম
আগুন ক্ষিধে হাঁ
পেট ভরাতে অন্ন বিনে
এখন অগত্যা
দুব্বো ঘাসও উপড়ে খেলুম
রাখবে কোথায় পা ?

জোতজিরেতে বানের পানি
পাল্টি খরার ঘা গো
দোরবাকুলে নিজের ছেলে
শাসন মানে না।

আনি বানি জানি না
মনিবানী মানি না—

রাগ করছেন মিথ্যে রাণি
যে বয়সের যা
এই যৌবন আঁতকে ওঠার
মতোন কিছু না
নিয়ম মতো ঠিক ফুরোবে
যেমনি বিয়ে থা।

সাম্প্রতিক

স্বপ্নে কোন শান্তি নেই অধুনা
অথচ নেই শক্তি অপনোদনে
তিক্ততা ক্লিষ্ট দিনজনিত,
বুকনশীন আদিম হিম শোণিতে
কি শংকায় সাপের ঘুম প্রণীত।

রিক্ত ছয় ঋতুর অনুমোদনে
ক্ষুৎকাতর জঠর ভীরু রোদনে
পেয়েছে বারোমাস্যা তিতো রসনায়
যে বিস্বাদে মধুর স্বাদ মধু না।

পায় নি চোখ অনেক দিন আলোর তা'
অঙ্গময় তাই শীতল ছায়ার পা।
ক্রোধের ভাষা আর কদিন জিরোবে ?
ওষ্ঠে খিল ঘেরটোপের নীরবে
মুক্তিকাম মিছিলে মুখ ফিরোবে ?

ড্যাম

মেঘ চাইতে বৃষ্টি পেলাম,
মেঘ না চাইতে জল।
জল চাইতে তুফান পেলাম
ভরা নদীর ঢল।

ভরা নদীর ঢল গেল
খরা নদীর হাঁ
হাঁ-এর মধ্যে ড্যাম দিলাম
রইলো না চিন্তা।

তোদের উদোম গতর গা
তোরা ধান রুইতে যা।

মেঘ চাইতে বৃষ্টি পেলাম
বৃষ্টি দিল কি ?
ড্যাম-কুরে খা বন্যা দিলো
এমন ভাবি নি।

ড্যাম ছাপিয়ে বন্যা গেল
মরা নদীর হাঁ
নদীর বুকে পলি ছিলো
সহ্য হলো না।

এস্যাটিং বেল্যাটিং সই
গাঁ গেরামে বানের পানি
জল থৈ থৈ থৈ।

জল থৈ থৈ জোতজিরেতে
জল সরে না—জ্যাম।
বাঁধের বদলে মজা নদী
টাক ডুমা ডুম—ড্যাম।

নিজেকে

কি রকম যেন আলু ভাতে ভাতে
হয়ে গ্যাছেন
আপাতদৃষ্টে যদিও মাংসে চর্বিতে
গায়ে তো লাগছে গত্তি—
সেটাই সত্যি না—
ভিতরে ভিতরে কি রকম যেন
ক্ষয়ে গ্যাছেন
চেহারায় সেই আগুন
আজকে সত্যি নেই
ঘাড়ে গর্দানে কিংবা
মাধ্য প্রাদেশিক
এইসব স্ফীত
কাজে লাগবে না আদপে।
ময়দানে যদি নামেন
টিঁকবে না ধোপে।

অথচ বলুন, এরকম কথা কি ছিলো ?
লড়ায়ে তো নেই, নেই মানুষের মিছিলেও।
ছলের মধ্যে মাছের মতোন কি যেন
হওয়ার জন্যে—
এখন অনীহা তাতে কি ?
আরে জানি জানি
আপনি তো হজরত নন,
কিন্তু আপনি সৎ নন কেন ভাববো ?

সৎ যদি হন, আপনার রোজ নামচায়
সুখনিদ্রাকে স্মৃতি নিশ্চয় খামচায়
নানান বৈপরীত্যের সাথে আপষে

যদিও এখন আপনি নেহাতই ছাপোষা
এখনো ভাবি না
একেবারে কিছু বয়ে গ্যাছেন।

সংগে আসুন
এখনো আসুন
—ইচ্ছে নেই ?
বললেই হোল
এভাবে পালাতে
দিচ্ছে কে ?

গ্রামে

যেন কল্পনার ইজেল পাতলেই নামধাম
কিছু না জেনেই এমনকি অচেনা কোন বৃক্ষ
তার অকৃপণ ছায়ার সুষমা দেয়। অকুলীন
কিন্তু মনোরম কিছু ইচ্ছার আদর পায় টাকরায়
ভালোলাগা অস্বাদের লাজুক সেঁকুল,
এমনকি মনসার ঝোপে বুঝি কোন স্নেহের
বিছানা—

যেন কতো ভালোবাসি তাকে এইসব
স্বপ্নের বিলাসে, কিন্তু গ্রামে গঞ্জে প্রতিবেশী
কিষাণের চোখে তবু কি গভীর অবিশ্বাস।
ঘনিষ্ঠ সন্দেহ। আমি চিনি নাকো তাকে
সেও তাই আমাকে চেনে না। আমাকে
বিদেশী জেনে যে সব ভিখারী শুধু হৃদয়ের
সুনিশ্চিত সীমান্তের এপারে ওপারে ভিতরে
প্রবেশ চাইলে পাসপোর্ট চাওয়ার মতো

হাত পাতে পঠিত লক্ষণ মতে অথচ একদিন
ছিলো তাদেরও নিশ্চয় মহিষের মতো কাঁধ,
তালগাছের মতো ঋজু দেহের সুঠাম, সর্বস্বান্ত
কে যেন করেছে তাকে !

কে করেছে ? আজ সেই কৈফিয়ৎ বুঝে
নেওয়া চাই, যেন গভীর প্রস্তুতি তাই গ্রামে গঞ্জে
তুফান সক্রিয়। আজকাল। তারা বরদাস্ত
করবে না আর কোন ভাসাভাসা কৌতূহল,
অপ্রয়োজনীয় উঁকিঝুঁকি।

তার বুকে জ্বলছে দুঃশাসনের রক্তপিপাসু
অনল। যেন ভাগ্যের দোহাই পেড়ে আর কোন
অপেক্ষা নয়, কবে ক্ষিপ্ত অশান্ত বাসুকী
মাথা নাড়লেই প্রলয় হবে—

দুর্মর শপথে বাড়ে যে বাঁধবে।

সারারাত কার্তিকের হিমে শুয়ে

সারারাত কার্তিকের হিমে শুয়ে
এবার আমার খুব জ্বর হয়েছিলো।

ছাদের উপরে শুলে এমনিতেই মনে হয়
আমি যেন ভূমিষ্ঠ হয়েছি
শুধু এখনো আবদ্ধ হইনি দেওয়াল
বিছানা আর রমণীর কাছে।

আলো বলতে আকাশ প্রদীপ ছিলো
আকাশে নক্ষত্র ছিলো ছড়ানো ছিটানো
হাওয়া বলতে গাছগাছালির কিছু
নিশ্বাস-প্রশ্বাস
সমস্তই ঘুম ছিলো চোখে।

মনে হলো উৎপাটিত হতে পারি
কিন্তু আমি কিছুতে উঠবো না
সমস্ত শরীর হতে প্রাচীন বৃক্ষের মতো
শিকড়বাকড়
মাটিতে প্রোথিত করে শুয়ে আছি।
প্রত্যূষের রোদ
পিঁপড়ের সারির মতো হামা দিচ্ছে চোখে
আমি কি করে তাকাবো ?

অথচ তাকালে জানা হয়ে যেত
ভূমিক্ষয়, অরণ্যরোদন, উজাড় বৃক্ষের কান্না
খরাক্লিষ্ট মাঠের পাঁজর
কিংবা শীর্ণতোয়া নদী
অথচ তাকালে জানা হয়ে যায়
সালোক সংশ্লেষ—কবিতার মন্ত্রগুপ্তি।
আবহে বারুদগন্ধ, বাতাস নির্মল রাখতে
এই সময় কবি ছাড়া বৃক্ষের প্রয়াস
বড়ো অপ্রতুল
—এমন প্রস্তাবে
কার্তিকের জ্বর তার উষ্ণ সমর্থন
রেখে গেছে
কবি কখন তাকাবে ?

আমি গোলা লোক বলে

বিধ্বংসী বন্যার পর আটাত্তরে
কলকাতায় ভিখারী যায় নি,
যাবে কেন ?   কারণটা সবাই জানে, জানত
আমি গোলা লোক বলে দেরীতে জেনেছি ।
আমাদের মুক্তিকাম সমাজসেবক তথা বুদ্ধিজীবি,
ডাক্তার টাক্তার, বহুদিন হলো, টি ভি তেই দেখা দেন ।
থুড়ি, তাঁরা আবির্ভূত হ'ন, আমরা দেখি ।
তেনারাও দেখে নেন দিব্য চোখে
গ্রামটাম, গ্রামের মানুষ ।

তিনজন ডাক্তার এসে এই সেদিন বিশ্বাস করুন,—
তিনজন ডাক্তার এসে এই সেদিন টি ভির পর্দায়
বেধড়ক কাঁদলেন, থুড়ি, কান্নার বদলে ওটা
অশ্রুপাত পড়তে হবে—
যেহেতু জানে না আহা উৎপাদক,
নিরক্ষর কিংবা স্বল্প শিক্ষিত চাষীরা বীট কিংবা
গাজরের খাদ্যমূল্য, গভীর অজ্ঞতা হেতু
এবং গরীব হেতু, এহেতু সেহেতু
বেচে দ্যায়, নিজেরা খায়না তারা—
অউফ, অউফ—'
ভাগ্যিস টি ভি আছে, ছিল, নইলে কিনা
সচমুচ এসব শোনাতে তেনাদের সশরীরে
গাঁয়ে আসতে হত ।   এবং খরচা হত আতিথ্যেই
আরো কিছু বীট ও গাজর !

বোবারও তো ইচ্ছে হয় কথা ফোটে ।
আমারও তো ইচ্ছে হয় এইসব মহৎ প্রাণ মানুষের কথা
সবাইকে শোনাব কবিতায় ।
কিন্তু কবি হতে হয় কবিতা লেখারও আগে
আর হওয়াটাই হলো ভীষণ মুস্কিল ।

উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায় গোছের লক্ষণ কিছু
কবিদের শৈশবেই থাকে।
আমাদের কোন এক অধুনা প্রখ্যাত কৃতী উর্দুকবি
শৈশবে পুরুষ আর কুৎসিত রমণী ক্রোড় এড়িয়ে চলতেন।
আমি বেআক্কেলে লোক রমণীর চেয়ে
শৈশবে বেসেছি ভালো বিস্কুট, লজেন্স।
তবুও ইচ্ছের জোরে ছাই ওড়াই। অমূল্যরতন খুঁজি।
না লেখা কবিতার জন্য হন্যে হই। মানুষের সঙ্গে মিশি।
মিশতে মিশতে ট্রাম ডিপোর দেহাতী রিক্সার সাথে কথোপকথন-
মকান কোথায়? বিহারে? কোডার্মা? বটে।
সে বড়ো সুন্দর জায়গা, অভ্রখনি, ফলানা, ফলানা—
আমি তো বাগনানে থাকি পাল্টা প্রশ্নে উত্তর দিতেই
রিক্সাওয়ালার চোখ কি আশ্চর্য স্বপ্নাতুর হয়ে গেল—
বাগনান! সে বড়ো সুন্দর জায়গা—
বাগনান সুন্দর জায়গা! আমি চমৎকৃত কিন্তু
রিক্সাওয়ালার কণ্ঠে অপার প্রত্যয়—
বাগনান সুন্দর নয়! রোজ ভোরে গোডাউনে
ফুল বয়ে নিয়ে যাই। আমি জানি, ফুল বাগনান হতে আসে।
বাগনান মানেই ফুল, শুধু ফুল, ফুলের বাগিচা—
জী হাকিম, বাগনান মানেই ফুল, শুধু ফুল?
গর্দা গন্ধেগী নেই, শুধু ফুল?
ক্লেদ নেই, কোন আবিলতা নেই,
ক্লেদ নেই, কোন মলিনতা নেই—

টি.বির ডাক্তার আর শিবপুরের কবি রিক্সাওয়ালা
মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে কোথাও কোথাও মেলে
কোথায় মিলছে না।
সর্বতঃ বুঝিনি—আমি গোলা লোক।

বাতিঘর

দরিয়ার বক্ষে দামাল
দাপটে উন্দমী ঘূর্ণ,
ঢেউ ঢেউ দীর্ণ দিগর
সাগরে নিকষ কালো
নামে রাত, রাত্রি পাইনে
বাতিঘর বিকায় আলো।

বাতিঘর আলোক বিকায়
নিতি অক্লান্ত শিখায়
ঝটিকায়, কুজ্ঝটিকায়।

নাবিকের চোখ মুখে কি
হতাশা-দিগ্ধ পাতাল ;
তল তল নিতল পানি
নোঙরের থৈ মেলে না,
ভয়ে হিম চিৎ-চেতনা
চেনা পথ যায় না চেনা।

নিতি অক্লান্ত শিখায়
বাতিঘর আলোক বিকায়
ঝটিকায়, কুজ্ঝটিকায়।

নিশুতির সুপ্তি টুটি
নহলী কোন নাবিকের
নিকরুণ বান তুফানে
নাছোড়ী পাঞ্জা লড়াই
নবারুণ ভরসা দেবে ?
কাজ কি মিথ্যা ভেবে

ঝটিকায় কুজ্ঝটিকায়
নিতি অক্লান্ত শিখায়
বাতিঘর আলোক বিকায়।

কবিতা

১

আলো, তীর বনানীর
পাখির কাকলি কিন্তু
তবু যেন নির্জনতা
দুধারে দৃষ্টির সীমা
কাছে টেনে চিন্তার প্রাচীর
ঘৃতাচির গড়ছি না প্রতিমা
শুধু কাকে ডেকে বলি
কানে কানে কথা
নীরব রাত্রির।

চার বোনের বিনুনীতে
লাল ফিতে, যদিও লিপষ্টিক
তবুও গ্রাম্যতা
খোঁপায় বেলফুল পেলে
ভালো হোত
স্বপ্নে দেখা আরণ্যক
জীবনের স্মৃতি
জেগে উঠত,

চার বোনের ডান গালে
তিল ছুঁয়ে
তাই যদি তিলোত্তমা জাগে
দেখলাম,
হাসিতে শুধু
ঘনায় নি জড়তা।

বিসর্জন

[T. S. Eliot-এর Death by Water-এর ভাষান্তর]

সমুদ্রপাখির গান ভুলে গেছে
দরিয়ার গভীর উত্তাল আর
লাভক্ষতির হিসাব বিস্মৃত, পক্ষকাল মৃত
এক ফিনীশিয় যুবা।

জলের ঘূর্ণীতে সেই পা রেখেছে
পতন অভ্যুদয় পাক খেয়ে
বহুস্তর জীবন, যৌবন তার বয়ে গেল,
সমুদ্রের কোন এক মৃদুভাষী চোরাগোপ্তা
কুড়ানী ঢেউ-এর সংগ্রহে তার হাড়গোড়।

চাকার আবর্তনে গতির সঞ্চার দাও
বাতাসের প্রবাহে নিবদ্ধ চোখ—
ইহুদী? খ্রীশ্চান? তুমি কোন ধর্মে কথিত পুরুষ?
একদিন তোমারই মতো ঐ যুবক দীর্ঘকায় ছিলো
ভেবে দেখো,
একদিন তোমারই মতো দিব্যকান্তি···

তোমায় যদি

তোমায় যদি
আমার প্রাণে আস্তানা দিই,
কিন্তু কেবল পালিয়ে যাওয়ার
রাস্তা না দিই—
তোমায় যদি !
নেই তা বলে
বুকের ভিতর চক্রব্যূহ,
পালিয়ে যাওয়া খুব সোজা
বা খুব দুরূহ—
কেবল যদি
এই দোটানা
কে বাদী আর কে বিবাদী—
তোমায় তবে দুই বাহুতে
সত্যি বাঁধি
যেমন নদী
হোক বহতা
কিন্তু সেতুর বক্ষলীনা,
সঙ্গমানত আকণ্ঠকাম
খুনপাসিনা—
হায় দরদী
তোমার জন্য
উথাল-পাথাল কি দীর্ঘ দিন !
কি দীর্ঘ দিন ! কি দীর্ঘ দিন !
আজ অবধি ।

ক্যানাল

কেনেলটা গাঁয়ের উতর দখিনে বয়ে গিয়েছে। খাল নয়, কেনেল। গাঁয়ের লোক তাই বলে। খালটা কাটার সময় কতো কুলীকামিন, যন্তরপাতি, কন্ট্রাক্টর। এতো বিশাল আয়োজনসাধ্য ব্যাপারটির সংগে খাল নামটা যেন খাপ খায় না। তার উপর পারাণ নদীর উপর কিনা 'সুইলিশ গেট'।

শেলটের উপর শৈশবের নবীশ আঁকিবুকির মতো নানান ভাঙাচোরা রাস্তা। কেউ অমর্ষি, কেউ ময়না, কেউ বা ধলহারার দিকে বিস্তীর্ণ। বর্ষায় যা পিছল, কিন্তু সারা বছরটাই বৈষ্ণব কবিতায় বর্ণনার মতো শ্যাম দূর্বাদামে আচ্ছন্ন। অজস্র বুনো ফুল, পাখীর ডাক, বটের ছায়া। এহ বাহ্য, পারাণে ব্রীজ হলেই ধলহারার পথে মোরাম পড়বে।

বুকের মধ্যে থৈ থৈ করে মজাপুকুরের কোলে জমাট স্বস্তির মতো দীর্ঘশ্বাস। খাঁড়িপাতা মুগরীর মধ্যে নাচার মাছের মতো ছটপটে ভয়। রাধু হাঁড়ির তামাটে মুখ ব্যাথায় থমথম করে, বছরে অধুনা বেশীর ভাগ কাল বেকার পালকীটা দলিজে ঝিমোয়। কাঠে ঘুণ, বর্ষা বাদ দিলে বৈ সব সময়ই তো টুংটাং বেতাল রিক্সা।

গ্রাম অনেক পাইলটে যেইছে গো।

এমনকি আকাশ! বলাকার সচ্ছন্দ ডানায় আতঙ্ক সম্পাত করে, দীর্ঘ মেঘ গর্জনের চেয়ে প্রলম্বিত শব্দে গগন মথিত করে যে সমস্ত যন্ত্রযান ক্ষিপ্রগতি দিগন্তের সীমান্ত টপকে যায়, রাধু জানে, ওগুলি উড়োজাহাজ নাকি 'পেলেন', সম্পন্ন যাত্রীর জন্য পক্ষিরাজ।

এরোপ্লেন, গাঁভর সবাই জানে। শুধু ক্ষেপে ওঠে কেষ্ট মাষ্টারের বেটা নিরাপদ। পাগল। পাগল নয়? প্রাইমারী ইস্কুলে মাষ্টারীর আয়ে টেনেটুনে সংসার চালায়। জোতজিরেত কিছু নাই। কিনে খায় সম্বৎসরের ধান। তবু বলে, কবে এরোপ্লেনে চড়বে তার জন্য তিন তিন পুরুষের ধৈর্যের প্রতীক্ষা

তার দীর্ঘ লাগে। প্লেন তার দাদুর আমলে আমলে শোনা গল্প কিনা, বাপের আমল থেকে নেহাত বাস্তব।

কিন্তু নিরাপদর কথা পরে। ওসব আকাশ কুসুম স্বপ্নে রাধুর ফয়দা। পথে মোরাম পড়েবে, রাধুর ভাবনা তো এই প্রসঙ্গেই ঝিম।

তবু তো এরোপ্লেন মাটিতে ছায়া ঢালে না। যেমন শকুন, চিল। কিন্তু পথের বুকে মোরাম, মোরাম মুড়ে পীচ সমগ্র গাঁয়ের মানচিত্রে শহরের নক্সা কাটে। রাধুর যুবতী বৌ—মাগুরের মতো কৃষ্ণকায় কিন্তু তৈলাক্ত, কদলীকাণ্ডের মতো শীতল কিন্তু পিচ্ছিল গতর—গাঁয়ের মন্দির পুকুরের নির্জনে ভাঙাঘাটের একান্তে শালুক ফুলের গন্ধে মদির বাতাসে কতো প্রসন্ন—কিন্তু শহরের চোখ ধাঁধানো চটক জোলুযে সম্ভবতঃ কি বর্ণহীন ফিকে!

গ্রাম বড়ো পাইলটে যেইছে গো।

আসলে আচ্ছন্ন রাখে রাধুকে কালকের স্বপ্নটাই। বড়ো অশ্চর্য বিষণ্ণ এক স্বপ্ন। যেন এক বিরাট শিকারী ব্যাঙ বড়ো ভাবলেশহীন চোখে তার ভিন্নতর গঠনের জিহ্বার প্রসারে তার গা-গতর চেটে নিচ্ছে। শুষে নিচ্ছে তার স্বাস্থ্যের লাবণ্য, অঙ্গের বাহার। রাধু নির্বাক ককিয়ে ওঠে। ছুঁয়ে দেয় পাশে শোওয়া ঘুমন্ত বধূর অঙ্গ। তার সমস্ত রোমকূপ সুজির দানার মতো সাথে সাথে অপ্রস্তুত লজ্জায় স্বতন্ত্র হয়। অথবা ঘৃণায়। তার দুহাতে বিষফোঁড়া। তাই।

ঘুমটা জমে আসে। আবার বুনট বাঁধে অন্য স্বপ্ন। ভেসে ওঠে চৌধুরীর মুখ। বাহাত্তুরে চৌধুরী। গত প্রতাপ? শুধু বয়সের ভারে অথর্ব না। নেহাৎ ঈশ্বর প্রসন্ন। তাই জোতদার খতমের তুলকালাম আতঙ্কের বছরে শহরে পালিয়ে জিন্দা রেখেছেন ধড়ের উপর মুণ্ডু, বুকের খাঁচার মধ্যে ধুকপুক পৈতৃক প্রাণ। প্রায় যাই যাই কিনা করছিলো না হোক চারশো বছরের পয়দা বাপ-ঠাকুর্দার ভিটা। বেঁচে থাকাটাই যেখানে কৌশল স্বনামে-বেনামে জমি। এক মণ ধানে মাত্র আধ মণ বাড়। তাও নেওয়া হারামী। বাগাল মুনীষগুলি চড়ে কথা কইতে শিখে গেল। কদিনেই। যা ভাগ্যিস খুন খতম থেমে গেল। ভাগ্যিস কুঞ্জর ভাইপো এক শালা দলের পাণ্ডার খুলি ছেঁদা করে দিলো।······

আর খলিলকে ঘিরে ধরেছিলো বুঝি দশ গাঁয়ের মানুষ। কাম ফতে। চোর ডাকাত না। তাই নিশ্চিন্তে না দৌড়ে কাতানের রক্ত মুছতে মুছতে হাঁটি হাঁটি ফিরছিলো খলিল। জনতাকে বললো—মারবেন মারুন। শুধু দুটো কথা কইতে দিন। খলিল সুযোগ পায়নি কিছু বলার। তার আগেই কোদালের ঘায়ে কোপাই হয়ে গেছিল তার সুঠাম তনুর হাড়মাংস। তাজা খুন। পথটা রক্তে ভেসে গিয়েছিলো।

……সেই পথেই মোরাম পড়বে।

চৌধুরী অবশ্য ধার্মিক। গলায় বৈষ্ণব কণ্ঠী, শিথিল চশমার নীচে উড়ু উড়ু মহাভারতের কথা। যেন রাধুর কানের কাছে সহসাই স্পষ্ট হয় তারস্বর।… যে ব্যক্তি অর্থের প্রত্যাশা করে না, এবং যে ব্যক্তি স্বল্প অর্থে সন্তুষ্ট লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করেন…সেইসব বিখ্যাত কথা।

…তার মানে! বাতাসে গুমোট। ঘুম ফিকে হয়। আর প্রচণ্ড নিঃশব্দ ঘরে রাধু ভাববার প্রয়াস পায়। শতকরা পাঁচজন বিত্তবান। মানে লক্ষ্মীর কৃপাধন্য। যার এখনই অনেক আছে, আরো চাওয়া অন্যায় কদাপি নয়। আর সবাই পাপী!

রাধু ভাবনার খেই পায় না। কিনার মেলে না, আর ক্লান্ত হয়। সেই অবসরে সহসাই ব্যাখ্যা পায় ব্যাঙের দৃশ্যটা। কাছাকাছি চলে আসে স্বপ্নের মণ্ডুক আর পীচ পাথরের রাস্তা। ব্যাঙ যেন শিকারী শহর। পীচের পথ যেন তার লোলুপ লুব্ধ রসনা। যেন গাঁয়ের পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য নিঃশেষে পানের লোভে ক্রমে লম্বা হয়। লুঠে নেয় মাঠের সবুজ। ঢেলে দেয় বিষাক্ত লালসা। ঢেকে নেয় পুরানো মায়াবী স্মৃতি, খলিলুর, তুলে রাখা কিছু কিছু স্বপ্ন—সব।

গ্রাম বড়ো পাইলটে যেইছে গো।

ঘুম নয়, এবারে ঝিমুনি আসে। নিরাপদ কলকাতায় যাবে। সস্তায় চড়ে আসবে এরোপ্লেন। মাত্র পঁচিশ টাকায়। ছাব্বিশে জানুয়ারী। কলকাতার আকাশে কিছুক্ষণ উড়বে। তাই সই। তবু তো উড়বে। তার আবাল্যসঞ্চিত সাধ, পূর্বপুরুষের স্বপ্নে এক চুমুক।

দরদে দুফোঁটা অশ্রু জমা দেয় খালভাসি বানের কুমীর। আর শান দেয় হিংসার ধারালো দাঁতে, ঘাটে জমা হয় বড় বাজারের তৈরী সস্তার পাউডার, গায়ে মেমসাহেবের মুখ, আর ডিঙিভরা ডিমিক্রন, ইউরিয়া। ব্যাপারী চিল্লায়, বুঝি তাকেই আশ্বস্ত করতে—মালে গ্যারাণ্টি আছে গো কর্তা, এদেশী না।...

তবু তার কিনা এক চিলতে জমি নাই। সব গেছে। ঘুমটা খান খান হয়ে ভেঙে যায়। ব্যাং প্রথামতো জিভটাকে উল্টে নেয়। অমনি...

...ঝুঁঝকে বেলার দৃশ্য। রাধুর যুবতী বৌ সারি হাঁটে। বৌটা বিদেশ যেইছে আজ কদিন। কেঁকালে চোরাই চাল, পেটে শহরঘাটের পানি।